দৈনিক সংবাদ

149

তারিখ SEP. 09 1999

পৃষ্ঠা 8 কলাম ?

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও পড়াশুনার পরিবেশ

শিক্ষাঙ্গন, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস একটি পুরনো ব্যাধি। স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপ'-এর বদলে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়েই শিক্ষাঙ্গনে বার বার সংঘাত, সন্ত্রাস ও রক্তক্ষয়ী ঘটনার জন্ম দিয়েছে। গত ২৮ বছরে ছাত্র সংঘর্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শত শত ছাত্র জীবন দিয়েছে, অনেকের পড়াশুনা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে চলছে হল দখলের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। যেকোন অজুহাতে ক্লাস বর্জন ও ছাত্র ধর্মঘট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত শনিবার শিক্ষা প্রকল্প ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেপড) 'শিক্ষার মান এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রেক্ষিত ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। এই গবেষণায় দেখা গেছে, গত তিন বছরে এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুন ও সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘটনা কমে এসেছে। তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে গবেষণায় দেখানো হয়েছে, পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও খুনোখুনির ঘটনা অনেক কম হয়েছে। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও ক্লাস বন্ধের ঘটনা অহরহ ঘটতো এখন তা অপেক্ষাকৃত কম।

এই পরিসংখ্যানে আত্মসন্তুষ্টির কোন যুক্তি নেই। গত তিন বছরে সংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের ঘটনা কম হলেও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সমকৃতিত্বের দাবি করতে পারবে না। সাধারণ ছাত্ররা এই সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। সন্ত্রাস করে মস্তানরা আর তার জন্য প্রাণ দিতে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের। সরকার, পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব দেখেও দেখছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকরা দলাদলিতে ব্যস্ত। দলীয় ও গোষ্ঠীস্বার্থে তাঁরাও ছাত্রদের ব্যবহার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যতদিন এই অবস্থা থাকবে ততদিন সন্ত্রাস একেবারে নির্মূল হওয়ার আশা করা বৃথা। গত তিন বছরে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস কম হওয়ার মূল কৃতিত্বটা কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহায়ক ভূমিকা ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্ররা যৌথভাবে শিবির বিরোধী অবস্থান নেয় এবং ক্যাম্পাসের শান্তি ও সহাবস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়; কিন্তু ইদানীং সেখানে শিবির ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাই সতর্ক না হলে যেকোন সময় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত, তবে কোনভাবে স্বস্তিকর বলা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এখনও মাঝেমধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। মুক্তিপণ আদায়ের জন্য ঠিকাদারকে জিম্মি রাখা হয়। এসব কিসের আলামত? আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক আছেন এবং ক্যাম্পাসে পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

সন্ত্রাসের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে জ্বলন্ত সমস্যাটি পীড়া দিচ্ছে সেটি হলো সেশনজট। পুরো আশির দশক ও নব্বই দশকের প্রথমার্ধে সেশন জট ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব্বই দশকের শুরুতে যেখানে সেশন জট ছিল গড়ে ২২ মাস, বর্তমানে তা ৮ মাসে কমে এসেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরো নাজুক। সেখানে অনার্স ও মাস্টার্সে সেশন জটের মেয়াদ যথাক্রমে ২৫ থেকে ৩০ মাস। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে ২৫/৩০ মাস সেশন জট চলতে থাকলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনই যে পিছিয়ে পড়ে তাই নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে বাধ্য। সেশন জটের জন্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকরাই বেশি দায়ী। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে বছর ঘুরে আসার উপক্রম হয়। সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাহসী ভূমিকা নিতে পারলে সেশন জটের বোঝা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।